[redacted]

[redacted]

কোটচাঁদপুরে ৬ শিং বিশিষ্ট গরুর সন্ধান

৬ শিং বিশিষ্ট গরুর সন্ধান মিলেছে কোটচাঁদপুরে। এ অস্বাভাবিক গরুটির ঘটনা এলাকায় জানাজানি হয়ায় দর্শনার্থীদের ভিড় জমছে উপজেলার বহরমপুর গ্রামে।

গরুর মালিক মোশারফ হোসেন বলেন,দীর্ঘদিন ধরে আমি গরু পালন করে আসছি। এর আগে এমন বাছুর দেখিনি কোন দিন। তিনি বলেন, গেল দুই বছর আগে গরুটি জন্ম গ্রহন করেন। ওই বাছুরটি স্বাভাবিক গরুর মতই ছিল।

গরুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিং ও বাড়তে থাকে বাছুরটি। প্রথমে বাছুরটির স্বাভাবিক গরুর মত দুইটি শিং দেখা যায় মাথায়। এর ৬ মাস পর দেখা যায় আরো দুইটি শিং। এর কয়েক মাস পর দেখা যায় আরো দুটি শিংয়ের।

বর্তমানে গরুরটির মাথায় ৬ টি শিং শোভা পাচ্ছেন। তবে আরও শিং গজাতে পারে বলে মনে করছেন গরুর মালিক মোশারফ হোসেন।

ওই গ্রামের শিপন মন্ডল জানান,এমন অস্বাভাবিক গরু সচারাচর দেখা যায় না। ছোটবেলা থেকে লালন পালন করেছেন গরুর মালিক মোশারফ হোসেনের স্ত্রী। এ গরুটির কথা এলাকায় জানাজানি হয়ে পড়ায়,প্রতিনিয়ত গরুটি দেখতে দর্শণার্থীরা ভিড় করছেন তাদের বাড়িতে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, এটা জন্মগত হতে পারে। তিনি উদাহরন দিয়ে বলেন,যেমন মানুষের হাতে পায়ে বাড়তি আঙ্গুল গজায়। ঠিক তেমন আর কি। এটা একটা বিশেষ গরু। ওই বিশেষ গরুটি দেখার আগ্রহও প্রকাশ করলেন ওই কর্মকর্তা।

কোটচাঁদপুরে ছিনতাইকারী চক্রের কুড়ালের কোপে ভ্যান চালক সহ আহত ২

ছিনতাইকারী চক্রের কুড়ালের কোপে ভ্যান চালক শাহজামাল(৩৫) সহ দুই জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে কোটচাঁদপুরের ভোমরাডাঙ্গা মাঠে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে ভ্যান চালক ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বজনরা।

ভ্যান চালক শাহজামালের ভাই আশাদুল ইসলাম বলেন,মঙ্গল সন্ধ্যা রাতে সাবদারপুর বাজার থেকে ভ্যানে দুই জন যাত্রি তোলেন। এরপর তাদের নিয়ে যান উপজেলার ভোমরাডাঙ্গা গ্রামে। তাদেরকে ওই গ্রামে নামিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভোমরা ডাঙ্গা মাঠের মধ্যে কবলে পড়েন ছিনতাইকারী চক্রের। তারা ভ্যান চালকের টাকা মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।
এ সময় ধস্তাধস্তি হয় ছিনাকারীদের সঙ্গে। এক পর্যায় তারা শাহজামাল কে কুড়াল দিয়ে কোপ দিয়ে নগদ ২ হাজার টাকা ও মোবাইল সেটটি জিনিয়ে নেন। বেধড়ক মারপিট করেন ভ্যানে থাকা শাহজামালের ভাইপো ফয়সাল হোসেনকে। এতে সেও গুরুতর আহত হন।

শাহজামাল উপজেলার সোয়াদি গ্রামের আফসার মুন্সির ছেলে আর ফয়সাল ওই গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে ভ্যান চালক ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আর ভাইপো ফয়সাল প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে আছেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুরের লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির সহউপপরিদর্শক (এএসআই) শামসুল আলম বলেন,ভ্যানচালক যাত্রী নিয়ে ভোমরা ডাঙ্গা গ্রামে যান। এসময় ওই ভ্যানে দুই জন যাত্রী ও তাঁর ভাইপো ছিলেন। যাত্রী নামিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভোমরা ডাঙ্গা মাঠের মধ্যে ছিনতাইকারী চক্রের কবলে পড়েন। ওই সময় তাদের কুড়ালের ভ্যান চালক গুরুত্বর আহত হয়েছেন। মারিপিটের স্বীকার হয়েছেন ফয়সাল। এ ব্যাপারে থানার মামলার প্রস্তুুতি চলছে। অন্যদিকে আমরা আসামি ধরতে অভিযান শুরু করেছি।

মানুষের বিনোদনের খোরাক এখন কোটচাঁদপুরের ২২ মাথার খেজুর গাছ

একটি গাছে স্বাভাবিক ভাবে,একটি মাথায় হয়। তবে এর বেশি হলে,সেটা অস্বাভাবিক। এমনিই একটি গাছের সন্ধ্যান মিলেছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার পল্রীতে। এটি একটি খেজুর গাছ। গাছটি ২২ টি মাথা নিয়ে দাড়িয়ে আছে। যা এখন মানুষের বিনোদনের খোরাক হয়ে দাড়িয়েছে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার বহরমপুর গ্রাম। এ গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে (ইউএসআইডি) আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে নির্মিত সড়ক। বর্তমান যার নাম করন হয়েছে আমেরিকান সড়ক।
এ সড়কের পাশের মাঠে জন্মেছে অস্বাভাবিক সেই ২২ মাথার খেজুর গাছ। গাছটির বর্তমান বয়স ৩০ বছর,এমনটাই জানালেন স্থানীয়রা।

দীর্ঘ দিন ধরে গাছটি তাঁর ২২ টি মাথা নিয়ে দাড়িয়ে আছে। এ খবরটি এখন এলাকা ছাড়িয়ে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ কারনে অনেক জায়গার মানুষই গাছটি এক নজর দেখতে ছুটে আসেন কোটচাঁদপুরের পল্লীর ওই গ্রামে।

যা এখন মানুষের বিনোদনের খোরাক হয়ে দাড়িয়েছে। এই গাছটি মালিক ওই গ্রামের ডাক্তার সলেমান মুন্সীর।
তিনি বলেন,খেজুর গাছটি আমার পিতা আবু তালেব মুন্সি লাগিয়েছিল। পাশে আরো খেজুর গাছ ছিল। ওই গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হত। গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে বেশ আগে। তবে অস্বাভাবিক ওই খেজুর গাছটি রেখে দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন,গাছটির বয়স ৩০ বছর হবে। বয়স হলেও গাছটি রেখে রাখা হয়েছে। কারন গাছটি এখন এলাকার ঐতিহ্য বহন করছে। এলাছা মানুষের বিনোদনের খোরাক হয়ে দাড়িয়েছে।

বহরমপুর গ্রামের কৃষক জুয়েল জানান, এই গাছটিতে অতিরিক্ত সাপ

থাকতো। এ কারনে গাছ থেকে আর রস সংগ্রহ করা হত না। এ ছাড়া সাপের কারনে গাছটিতে খেজুর হলেও সেগুলো পাড়া হত না। গাছেই ফল পেকে নষ্ট হয়ে যেত। এভাবেই প্রথমে একটা দুইটা করে মাথা হতে থাকে। এক সময় তা ২২ মাথায় রুপ নিয়েছেন।

ওই গ্রামে ঢাকা থেকে আসা আত্মীয় দর্শণার্থী শিপন জানান, এমন গাছ বিরল। ব্যতিক্রমী নিদর্শন। এই গ্রামে আসলেই একবার হলেও এ গাছটি দেখতে ছুটে আসি। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে গাছটি এক নজর দেখতে অনেকেই আসেন ।

তিনি বলেন, ২২ মাথার খেজুর গাছটি,দেখে মনে হয় কোন শিল্পী নিপুন হাতে গাছের মাথা গুলো সাজিয়ে রেখেছেন। অবাক করার বিষয় গাছটির মূলের চেয়েও ২২গুন মাথা নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। প্রকৃতির এক বিচিত্র সৃষ্টি এই খেজুর গাছটি।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মহাসীন আলী বলেন, এটি হরমন জনিত কারণে,এক বীজপত্রি উদ্ভিদে একাধিক শাখা প্রশাখা হতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে সেটিই ঘটেছে। তবে এ ধরনের ঘটনা খুবই কম দেখা যায়।

প্রতিবন্দী হয়েও এগিয়ে চলেছেন কোটচাঁদপুরের আরাফাত মাল্লিক

হাতের আঙ্গুল না থাকায় দুই হাত দিয়েই লিখতে হয় আরাফাত মল্লিক(১১)কে। এরপরও ক্লাসে সব সময় প্রথম হয়েছেন সে। লেখা-পড়া করে জীবনে সরকারি বড় কর্মকর্তা হবার ইচ্ছে তাঁর। আরাফাত কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর নন্দী পাড়ার আলামিন মল্লিকের ছেলে।

আরাফাত মল্লিকের পিতা আলামিন মল্লিক বলেন,জন্মের দিনই বুঝতে পেরে ছিলাম আরাফাত শারিরীক প্রতিবন্দী। ওই অবস্থায় দেখার পর প্রথমে কিছুটা মন খারাপ হয়েছিল। তবে ভেঙ্গে পড়িনি। বিশেষ করে তাঁর মা ছিলেন আরো শক্ত অবস্থায়। আর সব সবার সন্তানের তুলনায় আরাফাতকে একটু আলাদা ভাবেই বড় করতে হয়েছে আমাদের।

তিনি বলেন, আরাফাত একটু বড় হয়ে স্কুল যাওয়ার মত হলে,তাকে বলুহর দক্ষিণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। ওই সময় শুধু আরাফাতের রোল হয় একটু বেশি।

এরপর থেকে সে কোন দিন ২ নাম্বার হন ক্লাসে। এরজন্য অকান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁর মা সেলিনা খাতুন। আজ তাঁর বয়স ১১ বছর। বর্তমানে সে কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ট শ্রেনীর ছাত্র। সে ৫ম শ্রেনীতে বৃত্তি পরিক্ষাও অংশগ্রহণ করেছেন। আরাফাত বৃত্তি পাবেন বলে জানিয়েছেন আমাকে।

তিনি আরো বলেন,কাজের ফাঁকে একদিন আরাফাত আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,বাবা সরকারি বড় পদ কি।আমি ওই সময় তাকে বলেছিলাম,জেলা প্রশাসক,এসপি,ইউএনও। ওই সময় সে আশা প্রকাশ করে ছিল সরকারি বড় কর্মকর্তা হওয়ার।

আলামিন মল্লিকের দুইটি সন্তান। এরমধ্যে আরাফাত মল্লিক বড় আর ছোট মেয়ের বয়স ৯ মাস।
জানা যায়,আলামিন মল্লিক বিএ পাস আর তার মা সেলিনা খাতুন এসএসসি পাস। তারা শিক্ষিত হয়ে ও কোন চাকুরী না করে,পিতা আলামিন মাঠে কৃষি কাজ বেচে নিয়েছেন। আর মা সেলিনা খাতুন গৃহিনী। তারা ছেলে মেয়েদের মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলে নিজেদের ইচ্ছে পূরন করতে চান।

আরাফাত মল্লিক বলেন,ছোট বেলা থেকে দুই হাতে লিখে অভ্যাস হয়ে গেছে। তেমন কোন সমস্যা হয় না।সবার মত লিখতেও পারি। বড় হয়ে কি হতে চাও এমন প্রশ্নে,সে বলেন,লেখা পড়া শিখে সরকারি দপ্তরের বড় কর্মকর্তা হতে চাই।

কোটচাঁদপুরে কিশোরদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষন

অনুষ্ঠিত

কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষন ও প্রশক্ষনের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে এ সব দেয়া হয়।

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) ২য় পর্যায় এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। প্রশিক্ষনে সভাপতিত্ব করেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্কাস উদ্দিন ।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ ।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা,সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ইউনুচ আলী। এরপর ছাত্রছাত্রীদের হাতে প্রশিক্ষন সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। এ সামগ্রীর মধ্যে ছিল,স্যানেটারী প্যাড,খাতা,কলম।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসাধীন ৮২ রোগীর ৪৬ জনই শিশু

তীব্র শীত ও ঠান্ডায় রোগী বেড়েছে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। চিকিৎসাধীন ৮২ রোগীর মধ্যে ৪৬ জনই শিশু। শনিবার সকালে এ চিত্র দেখা যায় স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শয্যা সংখ্যা রয়েছে ৫০ টি। রোগী ভর্তি রয়েছে ৮২ টি। যার বেশির ভাগ রোগীই শিশু। বাড়তি রোগীর চাপ সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক, সেবিকা ও সংশ্লিষ্টরা।

সাময়িক বরখাস্ত কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ

কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ মনিরুল ইসলাম।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন রতন মিয়া। তিনি নভেম্বর মাসে বদলি হন। এ কারনে পদশুন্য হয়ে যায়। এরপর গেল ১৩ নভেম্বর আব্দুর রশিদ কোটচাঁদপুরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন।

আব্দুর রশিদ এর আগে কুষ্টিয়া কুমারখালি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওই সময় ওই কর্মকর্তার নামে কুষ্টিয়ার সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে বিশেষ মামলা করেন দুর্নীতি দমন কমিশন। মামলা নাম্বার -৮/২০২১। দুদকের ওই মামলায় আব্দু রশিদকে কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে সরকারি চাকুরি আইনে-২০১৮ এর ৩৯(১) এর ধারা অনুযায়ী গেল ৬ ডিসেম্বর সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে কোটচাঁদপুরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্বে রয়েছেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ মনিরুল ইসলাম।
তিনি বলেন,আব্দুর রশিদ কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে থাকা কালিন সময় দুদকের মামলা হয়। ওই মামলায় তিনি সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন। বর্তমানে আমি কোটচাঁদপুরে অতিরিক্ত দায়িত্বে আছি ।

কোটচাঁদপুর ককটেল ও বোমা উদ্ধার মামলায় ৬ বিএনপির কর্মী গ্রেফতার

ককটেল ও বোমা উদ্ধার মামলায় ৬ বিএনপির নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছেন তাদেরকে। মামলায় সংশ্লিষ্টতা ছাড়া নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা হবে না বললেন,মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুর রহমান।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গেল বুধবার (০৭-১২-২২) তারিখ রাতে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৫ টি ককটেল ও ৩ টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করেন স্থানীয় থানা পুলিশ।

ওই ঘটনায় কামরুল হাসান (কাকন) বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেন। যার নাম্বার- ৩,তারিখ- ৭-১২-২২। ওই মামলায় পুলিশ শনিবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় থানা পুলিশ ৬ বিএনপি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেন।

এরমধ্যে রয়েছে কোটচাঁদপুর পৌরসভার দুধসরা গ্রামের জয়নাল হোসেনের ছেলে কাউন্সিলর আবু হানিফ, ভবানিপুরের সাফদার হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান,উপজেলার গুড়পাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহিম বিশ্বাসের ছেলে মনিরুজ্জামান,বহিরগাছি গ্রামের মৃত মুনসুর মন্ডলের ছেলে তোয়াছ উদ্দিন,ইকড়ার শমসের মন্ডলের ছেলে ইব্রাহিম মন্ডল,বলাবড়িয়া গ্রামের মৃত আতর আলীর ছেলে ইদ্রিস আলী খান, বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুর রহমান বলেন,ওই মামলায় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। মামলায় এজাহার ভুক্ত কোন আসামি নাই। সবাই অজ্ঞাত। মামলার আসামি গ্রেফতার অভিযান চলমান রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, মামলার সংশ্লিষ্টতা ছাড়া কোন নিরীহ মানুষকে এ মামলায় হয়রানি করা হবে না।

[redacted]

[redacted]